১. গৃহ ব্যবস্থাপক হিসেবে একজন গৃহিণীর কি কি গুণ থাকা উচিত তা আলোচনা করুন।
২. গৃহ ব্যবস্থাপকের আত্মসংযম ও অধ্যবসায় গুণের প্রভাব সম্পর্কে লিখুন।
৩. গৃহ ব্যবস্থাপকের গুণের অভাব থাকলে সংসারে কি রূপ অবস্থা হয় উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
৪. গৃহ ব্যবস্থাপকের যেকোন তিনটি গুণ উল্লেখ করে এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তরমালা ঃ

১। খ ২। ক ৩। গ ৪। খ ৫। ঘ

ইউনিট ২

গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ভূমিকা

গৃহ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একজন গৃহিণীর ব্যবস্থাপক হিসেবে কতকগুলো গুণের অধিকারী হলেই চলে না। এ গুণগুলোকে কার্যকর করতে হলে তাকে অবশ্যই কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে। যাবতীয় গুণ থাকা সত্ত্বেও গৃহিণী যদি দায়িত্ব ও কর্তব্যহীন হন, তবে দেখা দেয় বিপদ ও বিশৃঙ্খলা। তার কর্তব্য ও দায়িত্বহীনতার কারণে গোটা পরিবারে নেমে আসতে পারে বিপর্যয়। একজন গৃহিণীর গুণাবলির সাথে সাথে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের উপর নির্ভর করে পরিবারের সুখ শান্তি ও কল্যাণ। গৃহ ও গৃহের বাইরের পরিবেশে বিভিন্ন কর্মকান্ডকে ঘিরে গড়ে উঠে গৃহ ব্যবস্থাপক তথা গৃহিণীর দায়িত্ব ও কর্তব্য। সন্তান, লালন পালন, রান্না বান্না, ঘরবাড়ি গোছান ইত্যাদি কাজ করার মধ্যেই একজন গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয়। তার দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাপক ও বহুমুখী। পরিবারের সবার চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা, ঘরে ও বাইরে সবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধান করার দায় বস্তুত গৃহিণীর। এসব দায়িত্বের পাশাপাশি তাকে কিছু সামাজিক ও নাগরিক দায়িত্বও পালন করতে হয়। কাজেই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এ ইউনিটের বিষয়বস্তুকে ২টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে

- পাঠ-২.১ : গৃহ ব্যবস্থাপকের পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য
- পাঠ-২.২ : গৃহ ব্যবস্থাপকের সামাজিক ও নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

পাঠ ২.১

গৃহ ব্যবস্থাপকের পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- গৃহ ব্যবস্থাপকের পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো সুচারুভাবে পালনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।
- গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে একজন গৃহিণীর কী কী করণীয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার কৌশল প্রয়োগের সুফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সাংসারিক কাজের দায় দায়িত্ব গৃহ ব্যবস্থাপকের হাতে ন্যস্ত থাকলে তার সবগুলো যে নিজের হাতেই করতে হবে এমন নয়। সংসারে সব কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কীনা তা তদারক করা গৃহ ব্যবস্থাপকের কাজ। নির্ধারিত লোক বা কর্মী দিয়ে করানো ও তদারক করার দায়িত্ব গৃহ ব্যবস্থাপকের। গৃহ ব্যবস্থাপক রূপে একজন গৃহিণীর প্রধান প্রধান কয়েকটি দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হল-

১. সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে পারিবারিক লক্ষ্য ও চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা

গৃহ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবারের সবার চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা গৃহিণী বা গৃহকর্তার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব।পরিবারে ছোট বড় সকলের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা রয়েছে।এই চাহিদাগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করে তা পূরণ করার জন্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করার দায়িত্ব গৃহিণীর। পরিবারের সীমিত আয়, সদস্যদের বুদ্ধি, জ্ঞান, দক্ষতা ইত্যাদি মানবীয় গুণগুলোকে কাজে লাগিয়ে পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনে গৃহিণীকে সচেষ্ট হতে হবে। সংসারে সবার চাহিদা অনেক সময় একই সঙ্গে মেটানো সম্ভব হয় না।এক্ষেত্রে গৃহিণীর করণীয় হল চাহিদার গুরুত্ব বিচার করা এবং গুরুত্ব অনুসারে চাহিদাগুলোকে বেছে নেওয়া। গুরুত্ব অনুসারে সাজিয়ে নেওয়ার পর যে চাহিদাগুলোকে বেশি প্রয়োজন, সেগুলো আগে পূরণ করতে হবে।এভাবে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা কার্যকর করা গৃহিণীর দায়িত্ব ও কর্তব্য।এর জন্য প্রয়োজন গৃহিণীর সৃজনী শক্তি, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও তথ্য সংগ্রহের দক্ষতা।

২. গৃহ ও গৃহের বাইরে যাবতীয় কর্ম সম্পাদনে ব্যবস্থাপনার কৌশল অনুসরণ করা

দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানা রকম কাজে লিপ্ত থাকি। কিন্তু আমরা খুব কম ক্ষেত্রে এসব কাজের পদ্ধতিগত দিক সম্পর্কে সচেতন থেকে করি। কাজে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভাবে অনেক চাহিদা বা উদ্দেশ্য অর্জন ব্যর্থ হয়ে যায়। কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ব্যতিরেকে ছাড়া কোন কাজ করলে তার ফলাফল আশানুরূপ হয় না। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগুলো পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিনের কর্মকান্ডে গৃহিণীর একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। তারপর তাকে পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মে সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সব কাজের জন্য নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট নির্দেশনা দিতে হবে। পরিশেষে কাজের ফলাফলের ভালোমন্দ নিরূপণ করে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এভাবে একজন ব্যবস্থাপক হিসেবে গৃহিণীকে নির্দেশক ও মূল্যায়নকারীর ভূমিকা পালন করে পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হতে হয়।

৩. পরিবারের আয় ও ব্যয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা

পরিবারের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা গৃহিণীর একান্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য। এর জন্য তিনি পরিবারের মোট আয়, ব্যয় করার পূর্বে বাজেট প্রণয়ন করবেন এবং সেমত ব্যয় করতে সচেষ্ট হবেন। এলোপাথাড়ি ব্যয় না করে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে অর্থ বরাদ্দ করার দায়িত্ব গৃহিণীর। সবার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক চাহিদার প্রতি গৃহিণীর বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। বাজেট প্রস্তুত করার পর তা ঠিকমত কার্যকর হচ্ছে কিনা তার জন্য গৃহিণীকে হিসাবপত্র ঠিক রাখতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন ব্যয়ের পরিমাণ বাজেট সীমা ছাড়িয়ে না যায়। এছাড়া আর্থিক নিরাপত্তার জন্য প্রতিমাসে কিছু সঞ্চয় করা গৃহিণীর কর্তব্য।

৪. সদস্যদের মাঝে কাজের ভার বন্টন করা

সংসারের সব কাজ করা গৃহিণীর একার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই গৃহিণী বা গৃহ ব্যবস্থাপকের উচিত পরিবারের সদস্যদের মাঝে তাদের বয়স সামর্থ্য, আগ্রহ ও দক্ষতা অনুসারে কাজ অর্পণ করা। তবে প্রত্যেকে তার নিজ নিজ কাজ করছে কিনা অথবা করতে কোন রকম অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে কিনা, তার প্রতি নজর রাখাও একান্ত প্রয়োজন। এতে পরিবারের সদস্যদের মাঝে দায়িত্ববোধ ও স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। কোন স্কুলগামী শিশুকে তার স্কুলের লেখা পড়ার সরঞ্জাম, জামা, জুতো, খেলনা ইত্যাদি গুছিয়ে রাখার দায়িত্ব দিলে সে তা খুশি মনে উৎসাহ সহকারে করতে পারবে। এর ফলে শিশুদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়।পরিবারের কিশোর মেয়েটি মাকে সংসারের টুকিটাকি কাজে সাহায্য করে থাকে। বাইরের কিছু কিছু কাজের ভার ন্যস্ত করা হয় পরিবারের কর্তা ব্যক্তি ও ছেলে সন্তানের উপর। ছেলেমেয়েরা সংসারের কাজে অংশগ্রহণ করলে তাদের কাজে আগ্রহ ও দায়িত্ব বাড়ে। এছাড়া মিলে মিশে কাজ করার ফলে সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক সদ্ভাব ও সৌহার্দ গড়ে ওঠে। এভাবে পারিবারিক সদস্যদের সামর্থ্য, আগ্রহ, দক্ষতা ইত্যাদি যথাযথভাবে কাজে লাগানো সম্ভব।

৫. সদস্যদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজরে রাখা

পরিবারের সকলের সুস্থতার দিকে নজর রাখা গৃহিণীর দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। সদস্যদের পুষ্টির চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করা, সময়মত সবার জন্য রোগ প্রতিরোধমূলক টিকা ও ইনজেকশন দেয়া, ঘরবাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি গৃহিণীর দায়িত্ব। পরিবারে কেউ অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, অসুস্থ ব্যক্তির সেবাযত্ন করা গৃহিণীর কর্তব্য। সদস্যদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করাও গৃহিণীর দায়িত্ব ও কর্তব্য।তাদের সময়মত খাওয়া-দাওয়া, ঘুম, গোসল, খেলাধুলা,ব্যায়াম, পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিষয়গুলোর দিকে নজর রাখা গৃহিণীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

৬. পরিবারের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য ও সেবাসামগ্রী নির্বাচন ও ক্রয় করা

গৃহ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবারের সবার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানসহ অন্যান্য পণ্য ও সেবাসামগ্রী ক্রয়ের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। কোথায়, কখন ও কীভাবে কী ক্রয় করতে হবে, সে সম্পর্কে গৃহিণীর ভালো জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। এ কাজ বিচক্ষণতার সাথে করতে হবে। ভোক্তা হিসেবে তার অধিকার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে গৃহিণীর সচেতন হতে হবে। আর্থিক অবস্থার সাথে সংগতি রেখে পণ্য ও সেবা নির্বাচন ও ক্রয় করা গৃহিণীর দায়িত্বপূর্ণ কাজ। জিনিসপত্র কেনার সময় তার গুণাগুণ, স্থায়িত্ব, সৌন্দর্য, ব্যবহার ও যত্নের

সুবিধা ও অসুবিধা বিবেচনা করা গৃহিণীর একান্ত কর্তব্য। এছাড়া সংসারে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, চিকিৎসা, বিয়ের ব্যবস্থা এবং সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করাও গৃহিণীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

৭. সবার সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা

কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকের মতো গৃহ ব্যবস্থাপকেরও একটি বড় কর্তব্য হল ছোটবড় সবার সাথে সুন্দর সম্পর্ক তৈরি করা ও তা বজায় রাখা। এজন্য তার সহনশীলতা, ধৈর্য, সংযম, বিচার বুদ্ধি, উদারতা ইত্যাদি গুণের অধিকারী হওয়া একান্ত অপরিহার্য। পরিবারে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান ছাড়াও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন থাকতে পারে। এছাড়া পরিবারে আর একজন বাড়তি সদস্যও থাকে, সে হল সাহায্যকারী কাজের লোক। তাদের চাহিদার দিকে নজর রাখা, তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও আদর যত্ন করার গুরু দায়িত্ব গৃহ ব্যবস্থাপকের। বিশেষ করে পারিবারে বৃদ্ধজনদের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। কাজের লোকদের প্রতি সদয় মনোভাব নিয়ে কাজ করানো গৃহিণীর একান্ত কর্তব্য। এসব দায়িত্ব পালনের মধ্যে গৃহ ব্যবস্থাপকের মানবিক গুণগুলো প্রকাশ পায়। ফলে পরিবারের সবার সাথে সদয় ব্যবহারের মাধ্যমে মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলা একজন গৃহিণীর অবশ্য কর্তব্য। এছাড়া সংসারে সদস্যদের মধ্যে যাতে কোন মনোমালিন্য, ঝগড়াঝাটি না হয় সে দিকেও তার লক্ষ্য রাখা উচিত। বড়দের প্রতি ছোটদের এবং ছোটদের প্রতি বড়দের আচরণবিধি সম্পর্কে সচেতন করে তোলা গৃহিণীর দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৮. সন্তানদের সু-শিক্ষার ব্যবস্থা করা

সংসারে ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব গৃহ ব্যবস্থাপকের। গৃহে ও গৃহের বাইরে সুশৃঙ্খল পরিবেশে সন্তানদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু তাই নয়, পড়ালেখার সাথে সাথে তারা কাদের সাথে মেলামেশা করছে ও বন্ধুত্ব গড়ে তুলছে তার সুফল ও কুফল সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলা গৃহিণীর দায়িত্ব ও কর্তব্য।

সারাংশ

গৃহ ব্যবস্থাপক হিসেবে একজন গৃহিণীর পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা তার অন্যতম গুণ। অন্যান্য গুণের সাথে তাকে দায়িত্ব ও কর্তব্যপরায়ন হতে হবে। পরিবারে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের উপর নির্ভর করে পরিবারের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ। তার দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাপক ও বহুমুখী। পরিবারে সবার চাহিদার দিকে খেয়াল রাখা, তা পূরণের ব্যবস্থা করা, ঘরে ও বাইরে সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধান করার দায় দায়িত্ব বস্তুত গৃহিণীর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব কোনটি?
(ক) রান্না করা (খ) বাজার করা
(গ) সেলাই করা (ঘ) সদস্যদের মধ্যে কাজ বন্টন করা

২. গৃহ ব্যবস্থাপক দায়িত্ব ও কর্তব্যহীন হলে কী হয়?
(ক) পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে
(খ) পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি বজায় থাকে
(গ) পারিবারিক জীবনে নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় থাকে
(ঘ) পারিবারিক জীবনে কোন প্রভাব পড়ে না

৩. সদস্যদের মাঝে কাজের ভার বন্টন করার উদ্দেশ্য হল কী?
(ক) সাংসারিক কাজ থেকে গৃহ ব্যবস্থাপকের মুক্ত হওয়া
(খ) প্রত্যেকের কাজে ভুল বের করা
(গ) সংসারের অর্থ বাঁচানো
(ঘ) ছেলেমেয়েদের স্বাবলম্বী ও দায়িত্ববান করে গড়ে তোলা

রচনামূলক প্রশ্ন

১. গৃহ ব্যবস্থাপকের পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো উদাহরণসহ আলোচনা করুন।
২. গৃহ ব্যবস্থাপক দায়িত্ব ও কর্তব্যহীন হলে পারিবারিক জীবনে নেমে আসে বিপর্যয় - ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা ঃ

১। ঘ ২। ক ৩। ঘ

পাঠ ২.২

গৃহ ব্যবস্থাপকের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- গৃহ ব্যবস্থাপক হিসেবে গৃহিণী সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কীভাবে সচেতন হতে পারবেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পরিবারিক সদস্যদের সামাজিক দায়দায়িত্ব সম্পর্কে কীভাবে সচেতন করে গড়ে তোলা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- একজন গৃহ ব্যবস্থাপকের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পারিবারিক দায়দায়িত্ব ছাড়াও একজন গৃহ ব্যবস্থাপকের কিছু সামাজিক ও নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপঃ

১. পরিবার নিজেই একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। পরিবারের মাধ্যমেই ব্যক্তির সাথে সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা গড়ে ওঠে। সমাজের সদস্য হিসেবে তথা দেশের নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকের কিছু না কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে।এই দায়িত্ব পালন একজন গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। তিনি নিজে সজাগ হবেন ও ছেলেমেয়েদের সচেতন হতে সাহায্য করবেন। সমাজ তথা দেশের আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলা, সমাজ ও রাষ্ট্রবিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকা, দুর্দিনে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসা, দুস্থ লোকের সেবা করা, রাস্তাঘাট ও যেখানে সেখানে ময়লা না ফেলা, সরকারী মালামাল রক্ষণাবেক্ষণ করা ইত্যাদি বিষয়ে সদস্যদের মধ্যে সামাজিক রীতি নীতি, মতাদর্শ ও সামাজিক মূল্যবোধের পরিস্ফূটন ঘটাতে পারেন।

২. পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা, তাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা, প্রতিবেশীদের বিপদে আপদে এগিয়ে আসা, সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে মেলামেশা করা এবং এ ব্যাপারে পরিবারে সদস্যদের উৎসাহিত করা গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব। গৃহ ও গৃহের বাইরের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা গৃহিণীর কর্তব্য। শুধু তিনি নিজে নয়, পরিবারের সবাইকে এ বিষয়ে শিক্ষাদান করাও তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

৩. দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিপর্যয়ের সময় যেমন বন্যা, খরা, মহামারি, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি দুঃসময়ে গৃহিণী পরিবারের সদস্যদের সাহায্যের হাত বাড়াতে উদ্বুদ্ধ করবেন। এছাড়া নানা ধরনের সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে যেমন-রক্তদান, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ইত্যাদি কাজে অংশ গ্রহণে সবাইকে উৎসাহিত করা গৃহ ব্যবস্থাপকের অন্যতম দায়িত্ব। এতে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সামাজিক মনোভাব ও সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে ওঠে।

৪. বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা করার ক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্যোগ গড়ে তোলা গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেমন ঈদ, পূজা, বড়দিন, মিলাদ মাহফিল, জন্মদিন, বিয়ে ইত্যাদিতে যোগদান করা সবার এবং গৃহ ব্যবস্থাপকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও

সমাজের আরও দশজনের সাথে ওঠাবসার ফলে মন প্রফুল্ল ও সতেজ থাকে এবং সবার সাথে হৃদ্যতা গড়ে ওঠে।

৫. জাতীয় অনুষ্ঠান হিসেবে বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারি ইত্যাদি দিবসগুলোকে যথাযথভাবে মর্যাদার সাথে পালন করার প্রেরণা ও আগ্রহ সৃষ্টি করা গৃহ ব্যবস্থাপকের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালায় যোগদান করা এবং অংশগ্রহণে পরিবারের সদস্যদের উৎসাহিত করা একজন গৃহিণীর কর্তব্য। এর ফলে সদস্যদের মধ্যে নাগরিক চেতনা ও জাতীয়তাবোধ সজাগ হয়। এছাড়া সদস্যদের মধ্যে নাগরিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার সুযোগ সৃষ্টি করা গৃহ ব্যবস্থাপকের সামাজিক দায়িত্ব। শুধু ভোগই নয়, ভোগের পাশাপাশি এসব রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে সচেতন হওয়া সবার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

সারাংশ

সমাজের সদস্য হিসেবে গৃহ ব্যবস্থাপক ও তার কর্মীদের (সদস্য) কিছু করণীয় দায়-দায়িত্ব রয়েছে। সমাজের ভিত্তি পরিবার। পরিবারের ব্যবস্থাপক হিসেবে তিনি সকলের মধ্যে সামাজিক রীতি নীতি মেনে চলা, সামাজিক মতাদর্শ ও সামাজিক মূল্যবোধের পরিস্ফূটন ঘটাতে পারেন। পরিবারের সাথে সামাজিক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে একটি সম্পর্ক তৈরি করা গৃহ ব্যবস্থাপকের একটি অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সামাজিক কর্তব্য কোনটি?
(ক) ছেলেমেয়ের লেখাপড়া করানো (খ) পরিবারের সদস্যদের সেবাযত্ন করা
(গ) প্রতিবেশীকে বিপদে সাহায্য করা (ঘ) সদস্যদের চাহিদা মেটানো।

২। ধর্মীয় ও সামাজিক আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা গৃহ ব্যবস্থাপকের কোন ধরনের দায়িত্ব?
(ক) নৈমিত্তিক দায়িত্ব (খ) রাজনৈতিক দায়িত্ব
(গ) ব্যক্তিগত দায়িত্ব (ঘ) সামাজিক দায়িত্ব

৩। সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের অর্থ হল গৃহ ব্যবস্থাপক জাতীয় অনুষ্ঠানগুলোতে
(ক) বাড়িতে পার্টি দেবেন (খ) দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াবেন
(গ) অংশগ্রহণের মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করবেন
(ঘ) কোনটিই নয়

রচনামূলক প্রশ্ন

১। গৃহ ব্যবস্থাপকের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো উদাহরণসহ আলোচনা করুন।
২। সামাজিক দায়িত্ব পালনে একজন গৃহ ব্যবস্থাপকের কী কী করণীয় তা উল্লেখ করুন।